জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত ৬ মরদেহ এক বছর পর দাফন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহত হওয়া ৬ মরদেহের পরিচয় এক বছরেও শনাক্ত করতে না পেরে অবশেষে মরদেহগুলো দাফন করেছে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম।

বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা মেডিকেল থেকে লাশ বুঝে নিয়ে দুপুরে রাজধানীর জুরাইন কবরস্থানে দাফন করেছে সংস্থাটি।

শাহবাগ থানার ওসি খালিদ মনসুর বলেন, আদালতের নির্দেশের পর মরদেহগুলো আজ সকালে আঞজুমান মফিদুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা দাফন করেছে।

তিনি বলেন, মরদেহগুলো এক বছরের বেশি সময় ধরে মর্গে ছিল। এ সময় অনেকেই শনাক্ত করতে এসেছেন। কয়েকজনের ডিএনএ নমুনা নিয়েও পরীক্ষা করা হয়েছে, তবে শনাক্ত করা যায়নি। মরদেহের দাবিদার যারা এসেছিলেন তাদের সঙ্গে কারও মেলেনি।

আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের দাফন সেবা কর্মকর্তা কামরুল আহমেদ গণমাধ্যমকে বলেন, আজ (বৃহস্পতিবার) সকালে ওই ছয়টি মরদেহ আমরা পেয়েছি। দুপুর ২টার দিকে তাদের জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

শাহবাগ থানার তথ্য বলছে, গত বছরের ৫ আগস্টের আগে ঢাকার যাত্রাবাড়ীসহ কয়েকটি এলাকা থেকে এসব লাশ আসে। ময়নাতদন্ত অনুযায়ী, তাদের বেশির ভাগের মৃত্যু হয়েছে ‘আঘাতজনিত কারণে’।

সূত্র: যুগান্তর।

গাংনীর বীর মুক্তিযোদ্ধা

আহাম্মদ হোসেনকে রাস্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাবেক সমাজসেবা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ হোসেনের জানাযা শেষে রাস্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে বাঁশবাড়িয়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাঁকে গার্ড অফ অনার প্রদান শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

বাঁশবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে রাষ্ট্রের পক্ষে মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। এসময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গার্ড অফ অনার প্রদান করেন।

এসময় মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা ও গাংনী থানার ওসি তদন্ত আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।

অসুস্থতাজনিত কারণে রোববার সকাল শোয়া নটার সময় নিজ বাড়ি বাঁশবাড়িয়াতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেনতিনি। (ইন্নালিল্লাহি অইন্নাইলাহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে দুই মেয়ে ও এক ছেলেসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী, সহকর্মী, আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

এদিকে এই গুণী ব্যক্তির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ হোসেন গাংনী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর হাত দিয়ে তৈরী হয়েছে অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। অবসর জীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সামাজিক উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি নানা রোগে ভুগছিলেন। কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে আইসিইউতে তিন সপ্তাহ চিকিৎসা শেষে গত বুধবার বাড়িতে আনা হয়। কয়েকদিন যাবৎ তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়।

মুজিবনগরে মাইলস্টোন ট্রাজেডিতে নিহত মাহিয়ার দাফন সম্পন্ন

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামে নানা বাড়িতে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন, মাইলস্টোন ট্রাজিডিতে নিহত মাহিয়া।

রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিমান বিধ্বস্তে নিহত মাহিয়া তাসনিমের লাশ দাফন সম্পন্ন হয়েছে। নিহত মাহিয়া তাসনিম চুয়াডাঙ্গার কুড়াল গাছি গ্রামের মৃত ইজ্ঞিনিয়ার মোহম্মদ আলীর মেয়ে এবং মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামের নজরুল ইসলামের নাতনী। ৫ বছর আগে বিদেশে মাহিয়ার বাবা মারা যান।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার সময় নানা বাড়ি মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

সকাল ৮ টায় জয়পুর কবরস্থান ময়দানে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মন্ডল, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজনুর রহমান সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এবং শত শত মানুষ অংশগ্রহণ করে।

নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার সকালে মাহিয়া তাসনিম স্কুল গিয়ে তিনি মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হন। মাহিয়া মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী। গুরুতর আহত হয়ে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় মারা যায়।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত্রেই তার মরদেহ নেওয়া হয় নিজ গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলার কুড়ালগাছী গ্রামে।

আজ শুক্রবার সকালে তার মরদেহ নেওয়া হয় মেহেরপুরের মুজিবনগর

উপজেলার জয়পুর গ্রামে তার নানার বাড়িতে। গ্রামে লাশ পৌঁছানোর পর শত শত মানুষ তাকে একনজর দেখতে ভিড় করে।

মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ। স্বজনদের চোখে অশ্রু আর মুখে বিষাদের ছাপ।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সৌরভের দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সৌরভকে পৌর কবর স্থানে দাফন করা হয়েছে।

গত সোমবার মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়াদিতে দুইটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সৌরভ নিহত হন। এ ঘটনায় একই পরিবারের চারজনসহ মোট পাঁচজন আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন নাজমুল হোসেন, মাসুদ রানা, মাসুদের স্ত্রী সীমা খাতুন এবং তাদের যমজ দুই মেয়ে শাফিনা ও মেহেরিমা।

নিহত সৌরভ মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার বাসিন্দা, তিনি আজাদ আলীর ছেলে। আহত নাজমুল হোসেন শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার মেরাজ হোসেনের ছেলে। মাসুদ রানা সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামের মনি মণ্ডলের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সৌরভ ও নাজমুল একটি মোটরসাইকেলযোগে চুয়াডাঙ্গার দিক থেকে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। একই সময় মাসুদ রানা তার স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে আরেকটি মোটরসাইকেলে করে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন। বাড়াদিতে পৌঁছালে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে ছয়জন গুরুতর আহত হন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সৌরভকে

মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে সড়ক দূর্ঘটনায় বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুর তাহেরহুদা ইউনিয়নের আদর্শ আন্দুলিয়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।
রবিবার দুপুরে উপজেলার বেল্টুর মোড়ে নিজ দোকানের সামনে থেকে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তিনি গুরতর আহত হন, তাৎক্ষণিক ভাবে তাঁকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। অনেক চেষ্টা করার পরও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

হাসপাতালের কর্মরতত মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার আল আমিন জানান, তিনি দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে হাসপাতালে আসলে আমরা তাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে চিকিৎসা দিয়েছিলাম। রুগীর অবস্থা অবনতি হলে পরিবারের পক্ষ থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিক্যাল হাসপাতালে রেফার্ড করা হলে, কিছুক্ষণ পরেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার বি এম তারিক-উজ জামানের উপস্থিতিতে ওসি তদন্ত মারফত আলী’র নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এসময় হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

তাঁর জানাজার নামাজ শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যূ কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার

হোসেনের স্ত্রী, তিন কন্যা ও দুই পুত্রসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম রউফ খান জানান, ঘটনাটি শুনার পর দ্রুত ঘটনাস্তলে গিয়ে দুর্ঘটনার খোজ খবর নিয়েছি এবং এই বীর মুক্তিযোদ্ধার এই মৃত্যুর ঘটনাটি সকল আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধারা এবং উপজেলা প্রশাসন তাঁর মৃত্যুতে গভির শোক ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় হেমায়েতপুর ঈদগাহ প্রাঙ্গণে তাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। গাংনী থানা পুলিশের একটি দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

এসময় বিউগলে করুন সুর বাজানো হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাদির হাসান শামীম অভিবাদন গ্রহণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনের মরদেহ জাতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদিত করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন- গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার সামসুল আলম সোনা, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মজিবুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা শুকুর আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলীসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনের মরদেহে শেষবারের মত ফুল দিয়ে

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা বীর মুক্তিযোদ্ধা মজিবুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা শুকুর আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী। পরে গার্ড অব অনার ও নামাজে জানাজা শেষে স্থানীয় গোরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেন বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাতে বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে নিজ বাড়িতে মারা যান। বার্ধক্যজনিত কারণে বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন তিনি। নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনের স্ত্রী ও দুই ছেলে সহকর্মী মুক্তিযোদ্ধা, বন্ধু-বান্ধব অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছেন।

মুজিবনগরে বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিমুদ্দীনকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের যতারপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিমুদ্দিন সরদার ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

গত রবিবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে যতারপুর গ্রামের নিজ বাসভবনে বার্ধক্য জনিত কারণে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। গতকাল সোমবার সকাল ১০টার সময় যতারপুর ব্রীজ মোড় সংলগ্ন মাঠে তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করা হয়। এ সময় তার মৃতদেহ জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত করে সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডলের উপস্থিতিতে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

এ সময় উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জানাজা শেষে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে নিজ

গ্রামের কবর স্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিমুদ্দীন মৃত্যুকালে স্ত্রী, চার মেয়ে ও এক ছেলে সন্তানসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

মুজিবনগরে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফকে দাফন করা হয়েছে। উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের প্রয়াত কাজী রওশন আলীর ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আব্দুর রউফ (৭০) বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। তিনি গতকাল রবিবার রাত ১০টায় নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১২টায় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালেক মরহুমের মরদেহ জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত করে তাকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান করেন।

এ সময় পুলিশের একটি চৌকস দল মরহুমকে গার্ড অফ অনার প্রদান করে। বিউগলের করুন সুরে সৃষ্টি হয় এক আবেগঘন পরিবেশ। পরিবারের সদস্য, এলাকাবাসী ও সহযোদ্ধারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। মরহুমকে তার পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়

ঝিনাইদহে দাফনের ৬১ দিন পর স্কুল ছাত্র সোহানের লাশ উত্তোলন

লাশ দাফনের ৬১ দিন পর আদালতের নির্দেশে ঝিনাইদহে সোহান (১৪) নামে এক স্কুলছাত্রর লাশ উত্তোলন করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মেফতাহুল হাসানের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশ সদর উপজেলার নগরবাথান গ্রামের একটি কবরস্থান থেকে সোহানের লাশ উত্তোলন করে। সোহান ওই গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে। গত ১৮ সেপ্টম্বর ঢাকায় রহস্যজনক মৃত্যু হয় সোহানের। ২১ সেপ্টম্বর ময়না তদন্ত ছাড়াই তড়িঘড়ি করে সোহানের লাশ একটি মহল ঝিনাইদহের নগরবাথান গ্রামে দাফন করে।

লাশ দাফনের পর সোহানকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রচার হলে ঝিনাইদহ সদর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে তার পিতা শহিদুল ইসলাম ৮জনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

আদালত মামলাটি তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশকে দায়িত্ব দেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই শরীফ লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্তের জন্য আবেদন করলে ঝিনাইদহ সদর আমলি আদালতের বিচারক তা মঞ্জুর করেন।
সোহানের মা সুন্দরী খাতুন অভিযোগ করেন, তার ছেলেকে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছে নগরবাথান গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে সাকিব (২৭)। জমিজমা নিয়ে বিরোধের জের ধরে এই হত্যাকান্ড ঘটানো হয়।

মামলার বাদী শহিদুল ইসলাম জানান, চলতি বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর সাকিব ও তার অজ্ঞাত বন্ধুরা সোহানকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে ঢাকার পূর্বাচলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ঘটনার দিন বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে শহিদুল ইসলাম ছেলেকে বাড়িতে ফেরার জন্য ফোন করলে সোহান জানায়, সে খুব ঝামেলায় আছে। এরপর সোহানের পিতা সাকিবকে ফোন করে। এ সময় ফোন ধরে সাকিব গালিগালাজ করে মোটা অংকের টাকা দাবি করে। ঘটনার কিছুক্ষণ পর রাজধানী ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে সোহানের পিতাকে ফোন করে জানানো হয় সোহান হাসপাতালে।

খবর পেয়ে সোহানের পিতা হাসপাতালে গিয়ে দেখতে পান সাকিবের দুই

ফুফু ডায়রি খাতুন ও আরজিনা খাতুন সেখানে উপস্থিত। সোহানের পিতা আরও অভিযোগ করেন, হাসপাতালে থাকতেই সাকিবের পিতা আব্দুল আজিজ তাকে ফোন করে কোন ঝামেলা না করার জন্য হুমকি দেন তার মোবাইল ফোনে।

এছাড়াও সাকিবের ফুফা আরব আলী তাকে শিখিয়ে দেন পুলিশ গেলে আমি যেন তাদের বলি সোহান দুর্ঘটনায় মারা গেছে।
গ্রামবাসি জানায়, আসামী সাকিবের ফুফু ডায়রি খাতুন ও আরজিনা ঢাকায় মানুষের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রির ব্যবসা করে। এই অপকর্ম করে তারা ইতিমধ্যে ঢাকা ও ঝিনাইদহ শহরের একাধিক স্থানে বহুতল ভবন তৈরী ও জায়গা জমি কিনেছেন।

এ বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ঝিনাইদহ গোয়েন্দা বিভাগের এসআই শরীফ জানান, আদালতে এ নিয়ে একটি হত্যা মামলা হয়েছে। ফলে আদালতের নির্দেশে লাশ উত্তোলন করে ময়না তদন্ত করা হচ্ছে। ময়না তদন্তের পর বোঝা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লা-আল মামুন জানান, আমি আদালতের মাধ্যমে জানতে পারি সোহানের পিতা ৮জনকে আসামী করে ঝিনাইদহ আদালতে হত্যা মামলা দায়ের করেছে। আদালত মামলাটি তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশকে দায়িত্ব দেন।

এরই অংশ হিসাবে বৃহস্পতিবার সকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মেফতাহুল হাসানের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশ সদর উপজেলার নগরবাথান গ্রামের একটি কবরস্থান থেকে সোহানের লাশ উত্তোলন করেছে। আর এটা সম্পূর্ণ আদালতের বিষয় এখানে আমার বলার কিছু নেই। এটা আদালতেই বিচার হবে।

গাংনীতে বীরমুক্তিযোদ্ধা তাজুলকে রাষ্টীয় মর্যাদায় দাফন

গাংনী উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইসলামকে (৮০) রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২০ মে) সকাল ৮ টার সময় গাংনী উপজেলা ঝোরপাড়া ঈদগাহ মাঠে তার জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়।

এর আগে গতকাল রবিবার (১৯ মে) সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা প্রশানের পক্ষ থেকে সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীমের নেতৃত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। গাংনী থানা পুলিশের একটি চৌকস দল জাতির এই সূর্য সন্তানকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এসময় বীরমুক্তিযোদ্ধা হিসাব উদ্দীন, গোলাম মোস্তফাসহ বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা জানাযাতে অংশ নেন।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বীরমুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইসলামের বাড়ি গাংনী উপজেলার ঝোরপাড়া গ্রামে। মৃত্যুকালে তার স্ত্রী, ৪ ছেলে, ১ মেয়ে, আত্বীয়-স্বজন, বন্ধু, সহকমীর্সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছেন।

তার ছেলে মো: আলাউদ্দিন জানান, আমার বাবা দীর্ঘদিন যাবৎ কিডনি ও পোস্টেড রোগে আক্রান্ত ছিলেন। বাড়িতে রেখেই তার চিকিৎসা চলছিল। রবিবার বিকাল ৩ টার সময় নিজ বাড়িতে শেষ নি:স্বাস ত্যাগ করেন।

মহান এই মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও সমবেদনা জানিয়েছেন তার এক সময়ের রণাঙ্গনের সাথীরা ও এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।